একটা পুরোনো ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ

তম্ময়

সিডনীতে কর্ণফুলী সম্পাদক বনি আমিন সম্ভবতঃ সব চেয়ে বিতর্কিত লেখক। ব্যক্তি বনি আমিনকে পছন্দ করা লোকের সংখ্যা সিডনীতে কত তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও লেখক বনি আমিনের লেখা পড়েনি বা পড়েনা এমন পাঠক সিডনীতে খুঁজে পাওয়া মনে হয় কষ্টকর হবে। নিজের ভাল লাগা, খারাপ লাগার বিষয়গুলো তুলে ধরে তিনি অবলীলায়, হয়তো কিছুটা অযতনেও। ব্যক্তি মনের ক্ষোভকে সমষ্ঠির মাঝে তুলে ধরায় যে শালীনতার আচ্ছাদন লক্ষণীয়, সেই আচ্ছাদন অন্বেষণের কষ্টটুকু স্বিকার করার ধৈর্য্য বা প্রয়োজন তার আছে বলে মনে হয় না। তাই তার লেখার সত্য অনেক সময়ই দিগম্বরের অবয়বে উপস্থাপিত। সব সময় সহজ গ্রহনযোগ্য নয়, কখনও কখনও হয়তো কিছুটা বাড়া-বাড়ি, তারপরেও কাছে টানে। আকৃতিতে মনুষ্য অথচ প্রকৃতিতে শাখামৃগ নামে তার সম্প্রতি লেখা একটা আর্টিকেল সেদিন চোখে পড়লো। সহজ সরলী করণে প্রায় সমস্ত ডক্টরেটধারীদের অভিযুক্ত করার বিষয়টি গ্রহনযোগ্য বলে মনে না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু শিক্ষাবিদের কর্মকান্ড যে ব্যক্তিমনে ভয়াবহ ক্ষোভের জন্ম দেয় সে বিষয়ে আমারও নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে।

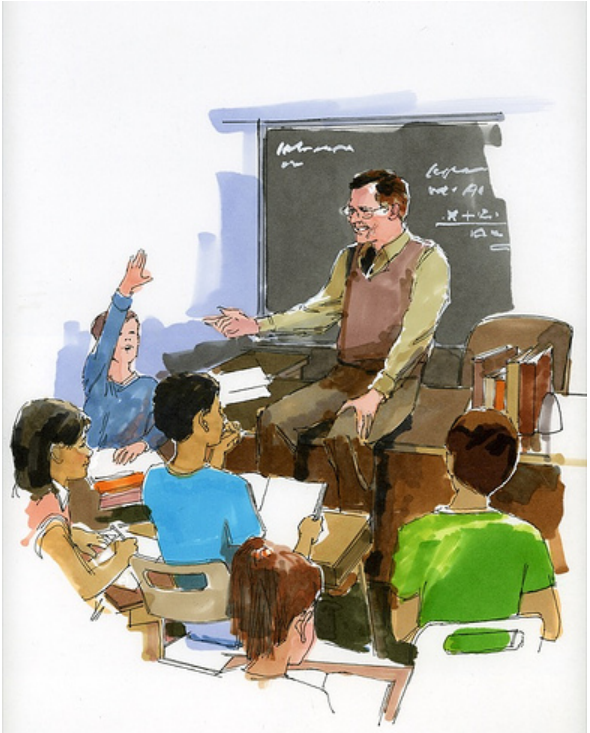

কি সুন্দর কথা শোনে এরা, কিন্তু বাইরের ঐ সমস্ত অশিক্ষিত লোকগুলো?

প্রাসঙ্গিক ভাবেই কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। ঘূর্ণিঝড় বিদ্ধস্থ বাংলাদেশের জন্য ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ-অষ্ট্রেলিয়া ডিজাষ্টার রিলিফ কমিটি (বিএডিরিক)। তাঁরা তাদের সংগৃহিত অর্থ বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। এমন সময় বুদ্ধির তরী নিয়ে এগিয়ে এলেন একজন তুখড় শিক্ষাবিদ। এই টাকা কেমন করে, কোথায়, কিভাবে, কার মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে, তার পন্থা নাম্বার দিয়ে দিয়ে লিখে ফেললেন তিনি। কি ভীষন নির্বোধের মত কর্মকান্ড। এই ধরণের কর্মকান্ড কি দারুন হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম দিতে পারে তা উপলব্ধি করতে সময় লাগেনি। সিডনীর কমিউনিটি কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে চাঁদা বা ত্রান সামগ্রী সংগ্রহকারীদের যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে এই সামান্য বোধটুকু এই বিদ্যানের নেই। তাই তাঁদেরকে (বিএডিরিক) নির্বোধ ভেবে তিনি জ্ঞান দিতে এগিয়ে এসেছেন। *বিএডিরিক* এর সদস্যরা যেন কর্মী বাহিনী, তারা তাদের কাজটা শেষ করেছে এখন গুরুজি ফিতা কাটতে এগিয়ে এলেন। কি ভীষন উন্নাসিকতা ? নিজের এবং সেই সাথে অন্যদের সম্পর্কে কি ধরণের ধারণা পোষন করলে মানুষ এমন কাজ করতে পারে সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার অন্ততঃ সময় লাগেনি, তবে কষ্ট লেগেছে।

আমার বিশ্বাস, এই শ্রেনীর শিক্ষাবিদদের জন-জীবন সম্পৃক্ত ব্যবহারিক শিক্ষার দারুন অভাব আছে। সমস্যার বিষয় হলো, এই অজ্ঞনতার ব্যাপারে তারা অসচেতন এবং তাদেরকে সচেতন করার ব্যাপারটা সত্যিই দুরহ। শ্রেনী কক্ষে নিউটনের সূত্র বিতরণ আর কমিউনিটি কাজে দশ জনকে একত্রে এনে একটা কাজের সফল পরিসমাপ্তি ঘটানো যে এক কথা নয়, এই বোধের যে কারো কারো অভাব আছে, সেটা মনে হয় কমিউনিটির অনেকেরই জানা। তাইতো দেখি অপেক্ষাকৃত স্বল্প শিক্ষিত বলে বঙ্গবন্ধু পরিষদের তৎকালিন প্রেসিডেন্ট আব্দুল কাদির গামাকে যারা এক সময় বয়কট করে, নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করে কার্যকরী কমিটির সভায় তাঁকে ঢুকতে না দিয়ে যে শিক্ষাবিদরা এক সময় নিজেদের মন্ত্রী সভা (!) গঠন করেছিল, সেই শিক্ষাবিদদের অনেকেই আজ 'গামা বৃক্ষের' ছায়াতলে নতুন করে সম্মিলিত। ব্যাপারটা স্বাভাবিক, তবে নিঃসন্দেহে লজ্জার যাদের জন্য সেটা প্রযোজ্য।

নিজে কমিটির সদস্য না হয়েও সেদিনের সেই ঘটনা আমার মনে ভীষন ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। বাংলাদেশ-অষ্ট্রেলিয়া ডিজাষ্টার রিলিফ কমিটির সদস্যদের ব্যাপারটাকে কেমন লেগেছিল জানতে পারলে ভাল হতো। খবর নিয়ে জেনেছিলাম ঐ শিক্ষাবিদ নিজে ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন না।

আমার ধারে-পাশে বেশ কিছু শিক্ষবিদ আছেন, কিংবা আমি আছি তাঁদের আশে-পাশে। যাদের অনেকেরই সাথে নিয়মিত দেখা হয়, কথা হয়। আমি নিজে মাটির প্রদীপ না হলে হয়তো বন্ধুই বলে বসতাম। [কেরসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে/ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে]। গলা টিপা খাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। তাঁদের বেশীর ভাগই অত্যন্ত সজ্জন, ভদ্র ও মার্জিত। পেশাগত কারণের ধারাবাহিকতায় তাঁরা শোনার চেয়ে বলেনই একটু বেশী। আমার খারাপ লাগে না। এর অর্ন্তনিহিত কারণটা আমার অজানা নয়। তাঁদের সেমিনার, বিদেশ ভ্রমণ কোন কিছুতেই আমার সমস্যা নেই। নিজের ভাল কিছু থাকলে মানুষতো বলবেই। সবাই না হলেও আমরা অনেকেই বলি। মোর দাদা চৌকিদার - - হলেও আমরা ঘটা করে বলি, ওগুলো নিশ্চয় তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়। কিন্তু অপ্রয়োজনে, না চাইতেই উপদেশের ঝুঁড়ি সাজিয়ে নিয়ে কারো দুয়ারে উপস্থিত হওয়া, অন্যকে ছোট করে দেখা, নিচু মনের পরিচায়ক, অভদ্রতা। সহ্য করা যথার্থই কঠিন। ব্যাপারটা যদি রাজনৈতিক কারণে হয় তবে সেটা আরও ভয়াবহ।

তন্ময়, সিডনী, ২৬/০৩/২০০৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে হলে এখানে টোকা মারুন